ভোরের কাগজ

তারিখ .... OCT 03 1999 ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

০৭

ঢাকা রোববার ১৮ আশ্বিন ১৪০৬
৩ অক্টোবর ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

মার্কশিট রহস্য

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের আওতায় অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ('৯৮-৯৯) ২০১টি মার্কশিট খোয়া যাওয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক। এই গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সংরক্ষণে যে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাতে ২০১টি কেন একটি মার্কশিটও অদৃশ্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভোরের কাগজ খবর দিয়েছে, বিস্ময়কর এ ঘটনাটি সত্য এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষালব্ধ নম্বরের দুশতাধিক নথি সত্যি সত্যি লোপাট হয়ে গেছে।

মার্কশিটগুলো পাখি নয় যে ডানা মেলে হাওয়ায় উড়ে যাবে। প্রশ্ন, তাহলে গেলো কোথায়? এ সংক্রান্ত সর্বশেষ খবরে জানা যায়, জিনিসগুলো গায়েব হয়েছে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের কম্পিউটার কক্ষ থেকে। এর আগে বোর্ডের চেয়ারম্যান অভিযোগ করেছিলেন, মার্কশিটগুলো হারানো গেছে প্রিন্টিং প্রেস থেকে। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনকারী মুদ্রণালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের অনুকূলে কিছু তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ রকম কিছু যুক্তিও তারা প্রদর্শন করেন যাতে বোর্ড চেয়ারম্যানের অভিযোগ ধোপে টেকে না। তাছাড়া চট্টগ্রাম ও যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ছাপাখানার তিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অব্যবহৃত দুটি বিতর্কিত প্যাকেট যাচাইয়ের পর দেখা যায়, প্রিন্টিং প্রেসের ওপর ঢালাওভাবে ঘটনার দায় চাপানো সঠিক নয়। মার্কশিট খোয়া যেতে পারে বোর্ডের কম্পিউটার রুম থেকেও।

আমরা আশা করবো, এই মার্কশিট রহস্য দ্রুত উন্মোচিত হবে। প্রিন্টিং প্রেস বা বোর্ড রুম যেখান থেকেই তা খোয়া যাক না কেন– এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে চিহ্নিত ও আটক করে আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ২০১টি মার্কশিট যে চুরি গেছে বা চুরি করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। চুরিটা কোথা থেকে হয়েছে বা কে করেছে, তা এ মুহূর্তে পরিষ্কার না হলেও দুটি জিনিস স্পষ্ট। চোর বাইরে থেকে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করেনি এবং মহার্ঘ্য ওই পণ্য চড়াদামে বিক্রি হবে আইন ও নীতিহীনতার অন্ধ বিপণিতে। এ রকম ঘটনা এদেশে অহরহ ঘটছে। ভুয়া মার্কশিট, জাল সার্টিফিকেট আর নকল সিলমোহরের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অপরাধী বা অপরাধচক্রের কীর্তিকাণ্ডের বিবরণ আমরা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে প্রায়শ দেখি। কিন্তু যারা দীর্ঘদিন ধরে এই জালিয়াতি চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের কজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে? অনেক উচ্চ পর্যায়ের লেবেল লাগানো মানুষও যে এই নিচু ব্যবসায়ে জড়িত, সেরকম প্রমাণ কি মাঝেমধ্যেই পাওয়া যায় না?

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার যে মার্কশিটগুলো পাওয়া যাচ্ছে না, তা অবিলম্বে খুঁজে বের করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোকেই নিতে হবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে হালকাভাবে দেখা ঠিক হবে না। এবং তদন্ত যদি সঠিক পথে অগ্রসর হয়, প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত করা যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার ব্যাপারে তাদের কম্পিউটারের সিস্টেম-অ্যানালিস্টকে শোকজ করলে তিনি জবাবে জানান, অব্যবহৃত দুটি প্যাকেট প্রেস থেকে যে রকম মোড়কে আটকে পাঠানো হয়েছিল, তা সেভাবেই আছে। মার্কশিটগুলো কিভাবে কোথায় গেছে, তার হদিশ পাওয়ার চেষ্টা চলেছে বলে বোর্ড চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। আমরা আশা করবো, এই মার্কশিট রহস্য দ্রুত উন্মোচিত হবে। প্রিন্টিং প্রেস বা বোর্ড রুম যেখান থেকেই তা খোয়া যাক না কেন— এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে চিহ্নিত ও আটক করে আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।